যুগান্তর

তারিখ ..... 7 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

শিক্ষা প্রকৌশলে পদ-পদবি নিয়ে দ্বন্দ্ব : দুই গ্রুপ উত্তপ্ত

আলটিমেটাম ও আইনি লড়াইয়ের প্রত্যয়

বিএম জাহাঙ্গীর

সহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে দু'পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনকারী উপ-সহকারী প্রকৌশলীরা চান হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সহকারী প্রকৌশলী পদে তাদের আত্তীকরণ। বিপরীতে উচ্চতর ডিগ্রিধারীর বাইরে থাকা বিপুলসংখ্যক উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সাফ কথা, নিয়োগবিধির বাইরে কোনো পদোন্নতি দেয়া চলবে না। এ বিষয়ে শনিবার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির পক্ষ থেকে এক জরুরি প্রতিবাদ সভা থেকে জানানো হয়, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তারাও আপিলকারী হবেন। এদিকে রিটকারী উপ-সহকারী প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, রোববারের মধ্যে তাদের সহকারী প্রকৌশলী পদে আত্তীকরণ করা না হলে তারা আদালত অবমাননার মামলায় যাবেন।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, পদ-পদবির এ বিরোধকে কেন্দ্র করে গত এক মাস ধরে শিক্ষা ভবন ছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে নানামুখী বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিবদমান কর্মকর্তাদের অনেকে তাদের রুটিনের প্রতি কোনো নজর না দিয়ে পদ-পদবির এই কোটারি স্বার্থ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে শিক্ষা সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নের চলমান কর্মকাণ্ড কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা গেছে, উপ-সহকারী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের আওতাধীন প্রকৌশলীদের এন্ট্রি পদ। বর্তমানে এই পদের

উত্তপ্ত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

উত্তপ্ত : দুই গ্রুপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা প্রায় ৮০০। এখানে কোনো বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা নেই। ডিপ্লোমাধারীরা উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ পান। এখান থেকে পদোন্নতি পান প্রথম শ্রেণীর পদ সহকারী প্রকৌশলী পদে। নিয়োগবিধি অনুযায়ী এর ৭০ শতাংশ পদে সরাসরি নিয়োগ এবং বাকি ৩০ শতাংশ পদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বর্তমানে পদোন্নতির কোটায় কোন পদ খালি নেই। সরাসরি নিয়োগের কোটায় ৩৭টি পদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু ১৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী চাকরিরত অবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তারা এ অর্জনকে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে উপস্থাপন করে সহকারী প্রকৌশলীর সরাসরি কোটার পদে প্রত্যক্ষভাবে আত্তীকরণের মাধ্যমে পদোন্নতি পেতে হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১১ সালে এ রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। গত বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি রিটকারীদের পক্ষে রায় আসে। এরপর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর আপিল করে। আপিলটি বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় বিচারাধীন রয়েছে। তবে উচ্চ আদালত আপিল গ্রহণ করলেও হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত করেননি। সঙ্গত কারণে রায়ের কার্যকারিতা বহাল থাকায় রিটকারীরা দ্রুত পদোন্নতি/আত্তীকরণ নিশ্চিত করতে তাগিদ দিয়ে আসছেন, এমনকি সম্প্রতি রায় বাস্তবায়নে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন।

এদিকে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন সেল সম্প্রতি রিটকারীদের পক্ষে মত দেয়ায় রীতিমতো ফুঁসে উঠেছেন কয়েকশ উপ-সহকারী ও সহকারী প্রকৌশলী। গত কয়েক দিন থেকে তারা বিভিন্নভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। বিক্ষুব্ধ প্রকৌশলীরা গতকাল শনিবার সরকারি ছুটির দিনে শিক্ষা ভবনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া। সভাপতি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি (ঢাকা) আলতাফ হোসেন, সহ-সভাপতি (চট্টগ্রাম) মফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি (রংপুর) আবু তাহের, সহ-সভাপতি (রাজশাহী) কবির উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী সিকদার প্রমুখ।

বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী সিকদার যুগান্তরকে বলেন, তারা কঠোর সিদ্ধান্তের দিকেই যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এই অন্যায় উদ্যোগ কার্যকর করা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। প্রথমত তারা আপিলে পার্টি হবেন। তাদের সঙ্গে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনও রয়েছে। তিনি জানান, নিয়োগবিধির নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত কোটার বাইরে অন্য কোনোভাবে পদোন্নতির সুযোগ নেই। এ বিষয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বলা হয়, অতিরিক্ত যোগ্যতা কোনো পদোন্নতি বা চলতি দায়িত্ব প্রদানের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিপ্লোমা অ্যাসোসিয়েশনের (শিক্ষা ভবন) সভাপতি ও নির্বাহী প্রকৌশলী এমএ হান্নান যুগান্তরকে বলেন, নিয়োগবিধির বাইরে পদোন্নতি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা নিয়োগবিধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই তারা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হাইকোর্টের রায় কার্যকর থাকলেও যেহেতু এ বিষয়ে আপিল খারিজ হয়নি তাই বিষয়টি অবশ্যই বিচারাধীন। সেহেতু বিচারাধীন অবস্থায় হাইকোর্টের রায়ের সুবিধা পাওয়ার সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন না।

এদিকে এ বিষয়ে ১৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পক্ষে রিটকারী প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, নিয়োগবিধিতে সুযোগ নেই বলেই তো তারা যোগ্যতা অনুযায়ী সুবিধা চেয়ে রিট করেছেন। আর সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে হাইকোর্ট তাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাই এটি এখন আইনে পরিণত হয়ে গেছে। এখানে নিয়োগবিধি আর প্রাধান্য পাবে না। তিনি বলেন, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে যদি চাকরির পদোন্নতি বা আপগ্রেডের কোনো সুবিধা না পাওয়া যায় তাহলে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে এ ধরনের ডিগ্রি কেউ আর নেবে না। তিনি বলেন, হাইকোর্টের রায় মানতে হবে। রোববারের মধ্যে রায় বাস্তবায়ন করে তাদের সহকারী প্রকৌশলী পদে আত্তীকরণ করা না হলে তারা রায় অবমাননার দায়ে কনটেম্পট মামলা করবেন। এ বিষয়ে শিগগির তারা সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবেন। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবদুল্লাহিল আজাদ যুগান্তরকে বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এর বেশি তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।